

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

40696 - তরল পদার্থ খাদ্যনালীতে ফরিয়ে আসা করিযো ভঙ্গরে কারণ

প্রশ্ন

আমি পাকস্থলীর অ্যাসডি ভুগছি। যার কারণে অ্যাসডিয়ুক্ত তরল খাদ্যনালীর মুখে ফরিয়ে আসে। এটা করিযো ভঙ্গরে কারণ হিসেবে গণ্য হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পাকস্থলী থেকে তরল পদার্থ ফরিয়ে আসাটা মানুষের অনচ্ছায় ঘটবে। অনেক সময় মানুষ অম্লতা বা তকিততা খাদ্যনালীতেও অনুভব করে। কিন্তু সটো মুখ পর্যন্ত বরিয়ে আসে না। এমতাবস্থায় এটা রিযো ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না। কনেনা তা মুখ পর্যন্ত বরিয়ে আসেনি।

যদি মুখ পর্যন্ত চলে আসে তাহলে সটোর হুকুম কপ্রিচ্চতি বমি (القيء) বা বমরি (القيء) হুকুম। الفلَس শব্দটির অর্থ কটে বলছেন: বমি। কটে বলছেন: সামান্য বমি; তথা যা পটে থেকে বরিয়েছে কিন্তু এতে মুখ ভরে যায়নি। কটে কটে বলেন: তা হল পাকস্থলী ভরে যাওয়ার প্রকেষতি পাকস্থলীর মুখ থেকে যা বরিয়ে আসে। [দখুন: ইমাম নববীর 'আল-মাজমু' (8/8)]

এর হুকুম হচ্ছে যদি মুখ দিয়ে বাইরে ফলে দেওয়া সম্ভব হওয়ার পরেও কটে সটোক পটে ফরিয়ে নিয়ে তাহলে তার রিযো ভঙ্গে যাবে। আর যদি বরে করত না পারার কারণে গলি ফলে তাহলে তার রিযোর কোন ক্ষতি হবে না। দখুন: 12659 নং প্রশ্নোত্তর।

'আল-শারহুস সাগরি' গ্রন্থে (১/৭০০) (القيء) সম্পর্কে বলেন: "যদি সটো ফলে দেয়া না যায় (গলা অতক্রিম না করার কারণে) তাহলে তার উপর কোনকছু বর্তাবে না।"

ইবনে হায়ম তার 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৪/৩৩৫) বলেন: "গলা থেকে যে (القيء) বরে হয় সটো রিযো ভঙ্গ করবে না; যদি না ব্যক্তি মুখে চলে আসার পরে এবং ফলো দেয়া সম্ভবপর হওয়ার পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে সটোক গলি ফলে।"

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তিনি আরও বলেন (৪/৩৪৮):

"দাঁত থেকে নরিগত (الفلس) ও রক্ত গলাতে চলে না গলে যে, রোযা ভঙ্গ হব না এ ব্যাপারে আমরা কোন মতভেদে জানি না। এমনকি যদি কোন মতভেদে পাওয়া যায় সটোর প্রতি কোন ভ্রুক্ಷেপে করা হব না। কোননা (কুরআন-সুন্নাহর) কোন টেকেস্ট এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হওয়াকে আবশ্যিক করে না।"[সংক্ষেপে সমাপ্ত]

মুয়াত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মুনতাকা'-তে (২/৬৫) বলেন: "মালকে থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রমযানের রোযাকালীন সময়ে যে ব্যক্তির সামান্য বমি মুখে চলে আসার পর সে এটাকে পুনরায় গলি ফলে তার উপর কাযা আবশ্যিক হব না। ইবনুল কাসমে বলেন: মালকে এ মত থেকে প্রত্যাভর্তন করছেন। তিনি বলেন: যদি সামান্য বমি এমন স্থান পর্যন্ত চলে আসে যে, ব্যক্তি চাইলে এটাকে ফলে দিতে পারে; তদুপর গলি ফলে তাহলে তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক হব। শাইখ আবুল কাসমে বলেন: যদি জিহ্বাতে চলে আসার পরও কড়ে গলি ফলে তাহলে তার উপর কাযা পালন আবশ্যিক হব। আর যদি এই স্থানে পৌঁছার আগে গলি ফলে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হব না।"[সমাপ্ত]

'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে বলেন:

বমি বা (الفلس) মুখে চলে আসার পর যদি কড়ে সটোকে গলি ফলে তাহলে তার রোযা ভঙ্গে যাবে; এমনকি সটো অতি সামান্য হলেও। যহেতে এর থেকে বঁচে থাকা সম্ভব। এটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ)।[সমাপ্ত]

'হাশিয়াতুল আদাওয়া' গ্রন্থে (১/৪৪৮) বমির হুকুম উল্লেখ করার পর বলেন: "(الفلس) বমির মত; যা পাকস্থলি ভরে যাওয়ার পর পাকস্থলির মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।"[সমাপ্ত]